যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১২২৩

১/ বিবিধ

আরবী

الخاصرة عرق الكلية، فإذا تحرك فداوه بالماء المحرق والعسل

ضعيف

رواه ابن عدي (96/2) عن الحسين بن علوان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا وقال: وللحسين بن علوان أحاديث كثيرة وعامتها موضوعة، وهو في عداد من يضع الحديث

وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على هشام وغيره وضعا، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب

لكن الحديث له طريق آخر عن عروة، فقال الحاكم (4/405) : " حدثنا محمد بن صالح بن هانىء: حدثنا السري بن خزيمة: حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا مسلم بن خالد عن عبد الرحمن بن خالد المديني عن ابن شهاب عن عروة به ". وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي! وهذا منه عجيب فإن مسلم بن خالد وهو الزنجي ضعيف وقد ساق له الذهبي نفسه في ترجمته من " الميزان " أحاديث كثيرة منكرة، ثم قال:" فهذه الأحاديث وأمثالها يرد بها قوة الرجل ويضعف

وفي السند جماعة آخرون لم أعرفهم: محمد بن صالح بن هانىء شيخ الحاكم، وشيخه السري بن خزيمة، وقد روى خبرا باطلا خالف فيه الإمام البخاري، أوالخطأ من الراوي عنه كما سيأتي بيانه، فانظر " لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة

وعبد الرحمن بن خالد المديني لم أعرفه أيضا، وفي طبقته عبد الرحمن بن خالد ابن

مسافر الفهمي المصري روى عن الزهري وعنه الليث وغيره، وهو ثقة من رجال الشيخين، لكنه مصري والمترجم مدني. والله أعلم

ثم رأيته عند أبي نعيم في " الطب " (2/2/2) من طريق مسلم بن خالد عن عبد الرحيم بن يحيى المديني عن ابن شهاب به وعبد الرحيم بن يحيى لم أعرفه أيضا. والله أعلم

وقد وجدت له طريقا أخرى عن هشام بن عروة به. ولكنه لا يساوي شيئا، فإنه من رواية يحيى بن هاشم: حدثنا هشام بن عروة به

أخرجه يوسف بن خليل الأدمي في " عوالي حديث هشام بن عروة " (188/1)

ويحيى هذا هو السمسار، وهو ممن يضع الحديث. ومن بلاياه الحديث الآتي: " عند كل ختمة للقرآن دعوة مستجابة

বাংলা

১২২৩। কোমর হচ্ছে কিডনীর রগ। অতএব যখন তা নড়াচড়া করবে তখন গরম পানি ও মধুকে তার ঔষুধ হিসেবে ব্যবহার কর।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইবনু আদী হুসাইন ইবনু ওলওয়ান হতে, তিনি হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আয়শা (রাঃ) হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেনঃ হুসাইন ইবনু ওলওয়ানের বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার অধিকাংশই বানোয়াট। তিনি হাদীস জালকারী দলের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনু হিব্বান বলেনঃ তিনি হিশাম প্রমুখের উদ্ধৃতিতে হাদীস জাল করতেন। আশ্চর্য হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীস লিখা অবৈধ।

তবে আলোচ্য হাদীসটির উরওয়া হতে আরেকটি সূত্র রয়েছে। হাকিম (৪/৪০৫) মুহাম্মাদ ইবনু সালেহ্ ইবনে হানী হতে, তিনি সারীউ ইবনু খুযায়মাহ হতে, তিনি আহমাদ ইবনু ইউনুস হতে, তিনি মুসলিম ইবনু খালেদ হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু খালেদ মাদীনী হতে, তিনি ইবনু শিহাব হতে, তিনি উরওয়াহ হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেনঃ হাদীসটির সনদ সহীহ। হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। হাফিয যাহাবী হতে এরূপ কথা আশ্চর্যজনক। কারণ এ মুসলিম ইবনু খালেদ হচ্ছেন যিনজী তিনি দুর্বল। হাফিয যাহাবী নিজেই "আল-মীযান" গ্রন্থে তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তার বর্ণিত বহু মুনকার হাদীস উল্লেখ করার পর বলেছেনঃ এ হাদীসগুলো এবং অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করার দ্বারা ব্যক্তির শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তাকে

দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়।

এছাড়া এর সনদে আরেকদল বর্ণনাকারী রয়েছেন আমি যাদেরকে চিনি না। তারা হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু সালেহ্ ইবনে হানী ও সারীউ ইবনু খুযায়মাহ। তিনি (সারীউ) বাতিল হাদীস বর্ণনা করে ইমাম বুখারীর বিরোধিতা করেছেন। অথবা ভুল সংঘটিত হয়েছে তার থেকে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু সালেহ্ হানী হতে।

বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনু খালেদ মাদীনীকেও আমি চিনি না।

অতঃপর আমি হাদীসটি আবু নুয়াইমের নিকট "আততিব" গ্রন্থে (২/২/২) মুসলিম ইবনু খালেদ সূত্রে আব্দুর রহীম ইবনু ইয়াহইয়া মাদীনী হতে, তিনি ইবনু শিহাব হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ আব্দুর রহীম ইবনু ইয়াহইয়াকেও আমি চিনি না।

হিশাম ইবনু উরওয়া হতে হাদীসটির আরেকটি সূত্র পেয়েছি। কিন্তু সেটি মূল্যহীন। কারণ সেটি ইয়াহইয়া ইবনু হাশেম কর্তৃক হিশাম ইবনু উরওয়া হতে বর্ণনাকৃত। এটিকে ইউসুফ ইবনু খালীল আদমী "আওয়ালী হাদীসু হিশাম ইবনু উরওয়াহ" গ্রন্থে (১/১৮৮) উল্লেখ করেছেন। এ ইয়াহইয়া ইবনু হাশেম একজন দালাল সে হাদীস জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত। পরের হাদীসটি তার থেকেই বর্ণিত একটি বিপদ ।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72102

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন